সংবাদ

তারিখ 27 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা

আমেনা খাতুন উর্মি

ছেলেবেলা থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি টান জেসমিন মল্লিকের (২০)। স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে পড়াশোনা করার কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভর্তি পরীক্ষায় খারাপ করে। এতে যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ হলো না। সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকার কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স পড়ার। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাকে চরমভাবে হতাশ হতে হয়। কারণ ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটিতেই বাংলা বিভাগ চালু নেই। তেমনি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র ছিল মহিদুল ইসলাম (৩৫)। বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে পড়ালেখার পাট চুকিয়ে সংসারের হাল ধরতে হয় তাকে। সংসারে কিছুটা স্থিতিশীলতা এলে পড়াশোনাটা আবার চালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয় তার। কিন্তু ভর্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে সে সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকার কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স করার। কিন্তু খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বাংলা বিভাগ নেই। পড়াশোনাটা আর শেষ করা হয়নি মহিদুলের।

এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক বললেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনী লোকেরা পুঁজি খাটাচ্ছেন, ব্যবসা করছেন; জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তাদের চিন্তা কম। ছেলেমেয়েরা বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস জানুক এটা নিয়ে তারা মাথা ঘামাচ্ছেন না। আজকের ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনের নেতা। তারাই দেশকে নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু ইদানীং ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে চর্চা বা লেখাপড়া করার অনাগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন ছেলেমেয়েরা পোশাক আশাক কথা বলার ঢং সব কিছুতেই বিদেশী সংস্কৃতির অনুকরণ করছে, যা দেশের জন্য শুভকর নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি বললেন, বাংলা পড়া বা পড়ানোর ব্যাপারটা হতে হবে আন্তরিক। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাপে হলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। কোন চাপে পড়ে নয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারকদের আন্তরিকভাবে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে এমন একটি নীতিমালা তৈরি করতে হবে যেখানে উল্লেখ থাকবে সরকারি এবং বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়কেই দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে বাধ্য থাকতে হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোরশেদা আমির খসরু বললেন, বর্তমানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঠিকভাবে বাংলা লেখা এবং বলা নিয়ে অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বানান রীতি, উচ্চারণে ঘাটতি, বিশেষ করে সাহিত্যের ইতিহাস জানা এবং জানানোর লোকবলের অভাব, যা সরাসরি প্রভাব পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের উপর। তার মতে, এ সমস্যা সমাধানের উপায় হলো বাংলা নিয়ে গবেষণা করা, চর্চা করা। বুদ্ধিবৃত্তিক বা সৃষ্টিশীল লেখার চর্চা করতে হবে এবং ছেলেমেয়েদের সাহিত্য উপভোগে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এসব কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠানে পদ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু ইদানীং পাবলিক বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কোনটিই বাংলাকে প্রোমোট করার জন্য এগিয়ে আসছে না। ফলে মানসম্মত শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী তৈরি হচ্ছে না। এখন জিপিএ-৫ পেতে হলে অন্যান্য বিষয়ের মতো বাংলাতেও সমান গুরুত্ব দিতে হচ্ছে ফলে মানসম্মত শিক্ষকের চাহিদা বেড়ে গেছে, কিন্তু সে তুলনায় শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সরকারী এবং বেসরকারিভাবে বাংলাকে প্রোমোট করার জন্য নীতিনির্ধারকদের এগিয়ে আসতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ইকবাল আজিজ মুত্তাকী বললেন, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশের ইতিহাস এসব বিষয় সব বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েই থাকা উচিত। এক্ষেত্রে প্রোমোটারদের সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকে বেরিয়ে জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করতে হবে। এ ছাড়া এ-লেভেল এবং ও-লেভেলে বাংলা বা বাংলাদেশের ইতিহাস পড়ানো হয় না এটাও রীতিমতো হতাশাজনক। এ প্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলার ব্যাপারে প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. সামাদ বললেন, যে কোন বিষয় খোলার আগে নীতিনির্ধারকরা এটার সম্ভাব্যতা যাচাই করে সেটার কস্ট এন্ড ইফেক্ট -এর কথা চিন্তা করে। এখানে মালিকপক্ষ তাদের ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনা করে।

এখন ছেলেমেয়েরা বিবিএ, এমবিএ পড়তে চায়। চাকরির বাজারে সেগুলোর চাহিদা আছে ছাত্রছাত্রীরা সেগুলো পড়তে চায়। সেক্ষেত্রে এত টাকা খরচ করে বাংলায় পড়তে চায় না। কারণ চাকরির বাজারে এর চাহিদা তুলনামূলকভাবে কম। তাছাড়া কোন বিষয় খোলার আগে যে প লোকবল প্রয়োজন সেটাও বিবেচনার বিষয়। বললেন, শুধু বিষয় খুলে বসলেই হবে কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণের দিকে নজর দিতে হ দেশের সাহিত্য ও কৃষ্টির কথা চিন্তা করে আমি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগ করা হোক। কিন্তু মানবসম্পদ ও লজি সাপোর্ট-এর অভাবে এটা রাতারাতি সম্ভব তবে সব কথার শেষ কথা-এ ব্যাপারে বেসর বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারকদের সদি প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সূত্র জান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ স্টাডি সাহিত্য ও ললিতকলা, সঙ্গীত এবং নাট্য ইত্যাদি খোলা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমি উদার। মঞ্জুরি কমিশনের অধ্যাদেশ অনুয বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ঐতিহ্য তুলে ধরতে হবে কিন্তু দেশের ২১ পাবলিক এবং ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যা রয়েছে। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলা বিভাগ চালু থাকলেও বেসরকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে এগিয়ে আসছে ন

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যা নজরুল ইসলাম বললেন, বেসরকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা বিভাগ চালু করার জ কাউকে বিশেষ আইনগত কিছু করার নেই। তা আমরা বিভিন্ন মিটিং এবং সেমিনারের মাধ্য তাদের ওপর নৈতিক চাপ সৃষ্টি করছি। যা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারকরা দেশে স্বার্থের কথা চিন্তা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাহিত্য ও ললিতকলা, সঙ্গী এবং নাট্যকলা ইত্যাদি বিভাগ চালু করে। কো বিশ্ববিদ্যালয় এসব বিভাগ খুলতে চাইলে খুব সহ এবং দ্রুত গতিতে এসব বিভাগ খোলার অনুমোদ দেবে এ কমিশন। নিউজ নেটওয়ার্ক